মানবাধিকার চেতনা

(পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের মুখপত্র)

ষষ্ঠ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা | এপ্রিল, ২০০২

নারী ক্ষমতায়ন বর্ষ

২০০১ সাল নারী বা মহিলা ক্ষমতায়ন বর্ষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আমরা ২০০১ সাল অতিক্রম করে ২০০২ সালের চতুর্থ মাসে পর্দাপন করেছি। এখন হিসেব নিকেশের পালা। কি কি সমতা প্রদানের জন্য বর্ষটিকে ক্ষমতায়ন বর্ষ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল —এবং বছর শেষে মহিলারা কি কি ক্ষমতার অধিকারী হলেন? অর্থাৎ নারী বা মহিলা ক্ষমতায়ন বর্ষে তাঁদেরকে কতটা বেশী ক্ষমতাবান করে তোলা হয়েছে।

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পুরুষ বা পিতৃতান্ত্রিক সমাজে, নারীদের স্থানের কোন পরিবর্তন হয়েছে বা ঘটেছে কি? তাঁদের প্রগতির জন্য এমন কিছু কি করা হয়েছে বা এমন কোনও বিশেষ অধিকার কি দেওয়া হয়েছে যাহার দরুন মহিলাদের মনে এই বিশ্বাস জন্মাতে পারে যে এই প্রাপ্ত অধিকারবলে তাহারা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যথাযোগ্য স্থান পেতে চলেছেন?

যদিও ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে প্রখ্যাত রাজনীতিক তাত্ত্বিক যথা টমাস হবস্, জন লক ও রুশো কেহই নারীকে ব্যক্তি বা নাগরিক হিসেবে প্রাপ্য মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেছেন—শুধু একজন ব্যতিক্রমী ব্যক্তি হলেন জন স্টুর্য়ার্ট মিল। তিনি নারীবাদী ছিলেন। তিনিই নারীর অধিকারের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। অবশ্য এর পূর্বে ইংরেজ নারী মেরী ওলস্টোন ক্রাফট্ নারীর অধিকার নিয়ে সোচ্চার ছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন মত থাকা সত্ত্বেও ২০০১ সালকে নারীক্ষমতায়ন বর্ষরূপে চিহ্নিত করা অবশ্যই একটি দৃঢ় পদক্ষেপ এবং ইহা প্রশংসার দাবী রাখে। এই ঘোষনাকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে নারী ক্ষমতায়ন বর্ষে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে এবং ভারতবর্ষের বহুস্থানে যথা কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী ও গান্ধীনগর থেকে গ্যাংটক সর্বত্রই ঢাক ঢোল পিটিয়ে সভা, সমিতি, মিছিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাঁহারা বক্তব্য রেখেছেন তাঁহারা সকলেই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষনা করেছেন যে নারী পুরুষের সাথী এবং তাঁহারাও মানসিকভাবে পুরুষের সমকক্ষ। এখন হাত ধরে একসাথে চলার দিন এসেছে। একথাও বলতে কেহই ভোলেননি যে পুরুষের ন্যায় নারীরও সমভাবে স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার আছে। আমাদের অনেক আন্দোলন মাঝপথে থমকে যায় কারন নারীদের করুন সামাজিক অবস্থার দরুন। তাই আজ একলা চলোর দিন ফুরিয়ে এসেছে — এসেছে একসাথে চলার দিন। নারীকে বাদ দিয়ে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সম্ভবপর নয়— তাঁরা অবজ্ঞার পাত্রী নন বা উপেক্ষার পাত্রী নন।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হয়—

"যারে তুমি নীচে ফেলো, সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,

পশ্চাতে রেখেছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।"

একথা দ্বিধাহীন ভাবে স্বীকার করতে হবে যে সার্বিক সামাজিক উন্নয়নে পুরুষ ও নারীর সমান উদ্যোগ ব্যতীত কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে না কেননা লোকসংখ্যার অনুপাতেও পুরুষ নারী প্রায় সমান সমান। তাই ঐক্যের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া অতি আবশ্যক যে নারীকে তাঁহার যথাযোগ্যস্থানে মর্য্যাদাসহ আসীন করতে হবে। ক্ষমতা প্রদান ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নারীকে গ্রহণ না করলে সামাজিক ন্যায় বিচার সম্ভব হবে না।

পরিশেষে বোধ হয় বলা প্রয়োজন যে বছরান্তে তারা কি পেলেন? প্রাসঙ্গিকভাবেই এসে পড়ে—সংসদ ও বিধানসভায় নারীদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষন বিলটির কথা। আলোচনা দুরের কথা— বিলটি সংসদে পেশ করাই সম্ভবপর হলো না— ২০০১ সালে। নানান অজুহাতে বিলটি তুলে রাখা হলো। তাই বিলটি যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেল।

(তৃতীয় পাতার ২য় কলমে)